

সময়ের গুরুত্ব এবং সময় নষ্টকারী কাজ চিহ্নিতকরণ

21-February-2019

সাপ্তাহিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমার
সূন্নাতে ভরা বয়ান
(Bangla)

(For Islamic Sisters)



প্রত্যেক মুবাঞ্জিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

দরুদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَمْ يَمُتْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ بَرَاءَةٍ أَوْ مِنْ النَّارِ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ
 অর্থাৎ যারা আমার প্রতি একশতবার (১০০) দরুদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তার উভয় চোখের মধ্যখানে লিখে দেন যে, এই ব্যক্তি কপটতা এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন।

(মু'জামু আওসাত, মিন ইসমুহ মুহাম্মদ, ৫/২৫২, হাদীস নং- ৭২৩৫)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

প্রিয় ইসলামী বোনরা! আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়ত করে নিই। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” মুসলমানের নিয়ত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

- (১) ভালো নিয়ত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।
- (২) ভালো নিয়ত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়ত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়তের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো।

☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ **تَوْبًا إِلَى اللَّهِ، اذْكُرُوا اللَّهَ! صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!** ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনির মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ☆ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ☆ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ☆ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৮২৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “কুতুল কুলুব” এর ৪৭৪ পৃষ্ঠা থেকে একটি শিক্ষামূলক কাহিনী শ্রবণ করুন এবং এ থেকে অর্জিত মাদানী ফুলের সুবাশিত সুগন্ধি দ্বারা নিজের অন্তরের মাদানী পুষ্পস্তবককেও সাজানোর চেষ্টা করুন।

উদাসীনতার ঘুম এবং জীবনের ধ্বংসলীলা

কোন এক মূর্খ ব্যক্তি এক হাকীমকে বললো যে, আমাকে এমন কোন বস্তুর গুণাবলী বর্ণনা করুন, যা ব্যবহার করলে আমি দিনের বেলায়ও ঘুমিয়ে থাকবো। হাকীম বললো: হে অমুক! তুমি কতইনা বোকা! তোমার জীবনের অর্ধেক তো এমনিতেই (রাতে উদাসীনভাবে) ঘুমে কেটে যাচ্ছে, অথচ ঘুম হচ্ছে মৃত্যুর অপর নাম এবং এবার তুমি নিজের জীবনের তৃতীয়াংশকেই আরো ঘুমে কাটাতে চাও আর শুধুমাত্র এক অংশই জীবন? তখন সেই লোকটি জিজ্ঞাসা করলো: তা কিভাবে? অতঃপর সেই হাকীম বললো: যেমন ধরো, তোমার বয়স ৪০ বছর, তবে এর অর্ধেক ২০ বছর হলো এবং তুমি একেও আবার ১০ বছর বানাতে চাও (অর্থাৎ যদি দিনে আরো ঘুমাও তবে আরো ১০ বছর কমে যাবে এবং তোমার নিকট আখিরাতের পাথের জমা করার জন্য শুধুমাত্র ১০ বছরই অবশিষ্ট থাকবে, সুতরাং অধিক ঘুমানোর ইচ্ছা মন থেকে বের করে দাও।) (কুতুল কুলুব, ২৭তম অধ্যায়, ১/৪৭৪, সংক্ষেপিত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা যে, সেই জ্ঞানী ব্যক্তিটি অধিক ঘুমানোর আকাঙ্ক্ষী লোকটিকে কিরূপ উত্তম পদ্ধতিতে সংশোধন করেছেন এবং তাকে আখিরাতে চিন্তার কিরূপ মানষিকতা দেয়ার চেষ্টা করেছেন, বর্ণনাকৃত ঘটনাটি বিশেষকরে সেই সব মূর্খ লোকদের জন্য শিক্ষার বিষয় রয়েছে যে, যাদের রাত দিনের অধিকাংশ সময়ই শুধুমাত্র ঘুমে অথবা অসুস্থ রোগীর ন্যায় বিছানায় পড়ে থাকাতেই কেটে যায়। এমন লোকেদের না তো নামাযের হুঁশ থাকে, না পরিবারের হকের পরওয়া। মনে রাখবেন! বিনা কারণে অধিক ঘুমানো এমন এক মন্দ স্বভাব, যা সময়ের খুবই অপচয়ের পাশাপাশি দুনিয়া ও আখিরাতে অপমান ও অপদস্ততার কারণ। যেমনটি

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান বিন দাউদ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ কে তাঁর সম্মানিতা মা وَرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বললেন: হে আমার বৎস! রাতে বেশীক্ষণ ঘুমাইও না, কেননা রাতে বেশী ঘুমানো মানুষকে কিয়ামতের দিন ফকীর বানিয়ে দেয়।

(ইবনে মাজাহ, কিতাব ইকামাতুস সালাত, বারু মা'জা ফি কিয়ামিল লাইল, ২/১২৫, হাদীস নং-১৩৩২)

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব “জান্নাতি জেওর” এর ১২৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: সকল বুয়ুর্গরা এরূপ বলেছেন যে, তিনটি অভ্যাসকে অবশ্যই আকঁড়ে ধরো। কম কথা বলা, কম ঘুমানো, কম খাওয়া, কেননা বেশী কথা বলা, বেশী ঘুমানো, বেশী খাওয়া এই অভ্যাস সমূহ খুবই নিকৃষ্ট এবং এই অভ্যাসের কারণে মানুষ দ্বীন ও দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (জান্নাতি জেওর, ১২৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সময় হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার এমন এক নিয়ামত, যা সকলেরই সমপরিমাণ অর্জিত হয়। এমন নয় যে, দিন রাতে ডবল বার (২৪) ঘন্টা আর ধনীদের জন্য সাতাইশ (২৭) ঘন্টা, বরং আল্লাহ তায়ালা সকলের জন্যই দিন এবং রাতের আদলে ডবল বার (অর্থাৎ ২৪) ঘন্টাই দান করেন। এবার দেখার বিষয় হলো যে, কে এই সময়ের গুরুত্ব দেয় এবং কে নষ্ট করে দেয়? কেননা অতি শীঘ্রই এই নশ্বর জীবনের পথচলা শেষ হয়েই যাবে। যেমনটি

আদম সন্তানের ঠিকানা

হযরত সায্যিদুনা ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলতেন: হে আদম সন্তান! তুমি বিভিন্ন ধাপের সমষ্টি, যখনই তোমার থেকে রাত বা দিন অতিবাহিত হয়ে যায় তবে তোমার একটি ধাপ শেষ হয়ে যায় এবং যখন তোমার সকল ধাপ শেষ হয়ে যাবে, তবে নিজের গন্তব্য অর্থাৎ জান্নাত বা জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

(হু'তুল কুব্ব, ২৮তম অধ্যায়, ১ম খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সময়ের গুরুত্ব দ্বারা কি উদ্দেশ্য? সময়ের গুরুত্ব কিভাবে দেয়া যায়? আসুন! তা কোরআনে পাকের এই আয়াতে মুবারাকা দ্বারা বুঝার চেষ্টা করি, যেমনটি ৩০তম পারা, সূরা আসর এর ১ থেকে ৩ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ
تَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

(পারা ৩০, সূরা আসর, আয়াত ১,২,৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ওই মাহবুবের যুগের শপথ, নিশ্চয় মানুষ অবশ্য ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, কিন্তু (তারা নয়) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং একে অপরকে সত্যের জন্য জোর দিয়েছে আর একে অপরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে।

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: (মানুষ) তার মূল পুঁজি (অর্থাৎ) বয়সকে কুফর, গুনাহ, উদাসীনতা, দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা, খেলাধুলায় নষ্ট করছে, একে আখিরাতকে উত্তম বানানোর উপায় বানালো না, মানুষ হলো ব্যবসায়ী, জীবন হলো তার দোকান এবং আমল হলো দোকানের সদায়, যদি (আমলসমূহ) ভাল হয় তবে তার ক্রেতা হলো রব তায়ালা এবং জান্নাত হলো তার মূল্য, যদি মন্দ হয় তবে শয়তান হলো তার ক্রেতা এবং দোষখ হলো তার মূল্য, যেমন সদায় তেমন ক্রেতা।

(তাফসীরে মুকুল ইরফান, পারা ৩০, আল আসর, ২ নং আয়াতের পাদটিকা, ৯৯৪ পৃষ্ঠা)

বয়স এবং বরফে সাদৃশ্য

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এক বুয়ূর্গ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বাণী উদ্ধৃত করেন: আমি সূরা আসরের মর্মার্থ একজন বরফ বিক্রেতাকে দেখে বুঝেছি, যে বাজারে এইরূপ বলছিলো: সেই ব্যক্তির উপর দয়া করুন, যার বিনিয়োগ গলে

যাচ্ছে। সেই ব্যক্তির উপর দয়া করুন, যার বিনিয়োগ গলে যাচ্ছে। তার এই কথা শুনে আমি বললাম: এটাই হচ্ছে “إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ” (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় মানুষ অবশ্য ক্ষতির মধ্যে রয়েছে) এর মর্মার্থ। (তিনি আরো বলেন) সুতরাং যার জীবন নিষ্ফল অতিবাহিত হয় তবে এরূপ ব্যক্তি ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

(তাফসীরে কবীর, পারা ৩০, সূরা আসর, ১ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩২তম অংশ, ১১/২৭৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা যে, আমাদের জীবন বরণ প্রতিটি মুহূর্ত কতই মূল্যবান এবং জীবনের এই সংক্ষিপ্ত পথচলা কিরূপ দ্রুতগতিতে কেটে যাচ্ছে, সুতরাং বুদ্ধিমান সেই, যে এই নশ্বর দুনিয়ার ধোকায় পতিত না হওয়া, স্বর্ণ ও অলঙ্কারের চেয়েও মূল্যবান মুহূর্তের অবমূল্যায়ন না করা, তাকওয়া ও পরহেযগারী অবলম্বন করা, নিজের রাত ও দিনকে অহেতুকতা এবং দুনিয়ার আরাম আয়েশে নষ্ট না করা, যেই কাজ করার জন্য শরীয়ত আদেশ করেছে, তা পালন করতে কখনোই অলসতা প্রদর্শন না করা, যদিও নফস অলসতা দেয় তবে নফসকে খুবই কড়া শাসন করার অভ্যাস গড়া এবং যে সকল কাজ না করার জন্য শরীয়ত আদেশ করেছে তা থেকে বিরত থাকতে “যদি-কিন্তু” “যেহেত-সেহেতু” ইত্যাদি অবলম্বন করার পরিবর্তে এক মুহূর্তও দেরী না করা, কেননা যদি আমরা এই নশ্বর দুনিয়ার রঙ তামাশায় ডুবে থাকি, শুধুমাত্র দুনিয়াবী ভবিষ্যত সাজাতেই আমাদের মূল্যবান দিনসমূহ উদাসীনতায় পর্যবসিত হয়ে যায় এবং মৃত্যু দূত (ফিরিশতা) এসে পৌঁছে যায়, তবে আল্লাহ তায়ালার শপথ! একবার سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ বলারও অবকাশ দেয়া হবে না। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি শিক্ষণীয় কাহিনী শ্রবণ করি।

সম্পদ বন্টন করারও অবকাশ পেলো না

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব “ইহইয়াউল উলুম কা খোলাসা” এর ৩৮৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর বিন আব্দুল্লাহ মুযনী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি সম্পদ জমা করলো। যখন তার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলো তখন সন্তানদের

বলতে লাগলো: আমাকে আমার বিভিন্ন সম্পদগুলো দেখাও, তার নিকট অনেক ঘোড়া, উট এবং গোলাম আনা হলো। যখন সে তাদের দিকে তাকালো তখন আফসোসের সহিত কাঁদতে লাগলো। মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام তাকে কাঁদতে দেখে বললেন: কেন কাঁদছো? সেই স্বভাব শপথ! যে তোমাকে এসব কিছু দিয়েছেন! যতক্ষণ আমি তোমার রুহ এবং দেহকে একে অপরের থেকে আলাদা করে দেব না, এখান থেকে যাবো না। সে বললো: আমাকে কিছুটা অবকাশ দিন, যেন আমি এই সম্পদ বন্টন করে দিতে পারি। ফিরিশতা বললো: এখন তুমি কোন অবকাশ পাবে না, তুমি এই কাজ তোমার মৃত্যু আসার পূর্বে কেন করোনি। অতঃপর মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام তার রুহ কবয় করে নিলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত কাহিনীতে বিশেষকরে সেই সব উদাসীনদের জন্য শিক্ষার মাদানী ফুল বিদ্যমান যে, যাদের নিকট সম্পদের অভাব নাই, কিন্তু তারপরও তারা এতে আরো বৃদ্ধির জন্য জীবন বাজি দিয়ে দেয়। লাখ, কোটি বরঞ্চশত কোটি টাকা উপার্জন করে এবং অনেক জায়গা জমির মালিক হয়েও মন ভরে না, সম্পদের এমন লোভ যে, কমানোর পরিবর্তে আরো বৃদ্ধি করেই চলে। মনে রাখবেন! সম্পদ জমা করা মন্দ কাজ নয়, সেই সম্পদ মন্দ, যাতে ওয়াজিব হক (যেমন যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি) আদায় করা হয় না, সেই সম্পদ মন্দ, যা আমাদেরকে শরীয়াতে আহকাম পালন, মৃত্যু, কবর ও হাশরের বিষয়াদি, উত্তম আমল ও সৎ সঙ্গ থেকে উদাসীন করে রাখে। সুতরাং সময়ের গুরুত্বকে বুঝার চেষ্টা করুন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী হালাল রিযিক জমা করুন, কেননা জীবন বারবার পাওয়া যায় না, সেই সকল হাদীস শরীফ ও রেওয়াজেতগুলো মনের মাঝে গেঁথে রাখুন যে, যাতে সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে পথনির্দেশনা দেয়া আছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: দু'টি নেয়ামত এমন, যেগুলো সম্পর্কে অনেক লোক ধোকায় রয়েছে, (১) স্বাস্থ্য এবং (২) আরাম। (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবু মা'জা ফির রিকাক..., ৪/২২২, হাদীস নং-৬৪১২)

২. ইরশাদ হচ্ছে: পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে গণিমত মনে করো: (১) যৌবনকে বৃদ্ধকালের পূর্বে, (২) সুস্বাস্থ্যকে অসুস্থতার পূর্বে, (৩) ধন-দৌলতকে অভাবের পূর্বে, (৪) অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে এবং (৫) জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে। (মুসভাদরিক, কিতাবুর রিকাক, ৫/৪৩৫, হাদীস নং-৭৯১৬)
৩. ইরশাদ হচ্ছে: প্রত্যেহ সূর্য যখন উদিত হয়, তখন সেই “দিন” এটি ঘোষণা করে যে, যদি আজ কোন ভাল কাজ করার থাকে তবে করে নাও, কেননা আজকে পর আমি আর কখনো ফিরে আসবো না।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিস সিয়াম, মা'জা ফি লাইলাতুন নিসফুশ শা'বান, ৩/৩৮৬, হাদীস নং-৩৮৪০)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারাকা শুনে বিশেষকরে সেই লোকদের উদাসীনতার ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া উচিত, যারা ঘন্টার পর ঘন্টা হোটেল, অহেতুক বৈঠকে, পার্কে, সংমিশ্রিত বিনোদন স্পটে (অর্থাৎ এমন বিনোদন পার্ক যেখানে পরপুরুষ এবং পরনারী একত্র হয়, নির্লজ্জতার মাধ্যমে গুনাহের ভয়াবহতা ছড়ায় وَالْحَفِيظُ (أَيُّهَا الْمَاءُ وَالْحَفِيظُ), পত্রিকা পাঠে, বার বার আয়না দেখে, সিনেমা নাটক বা মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম দেখে ও শুনে, দেশীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করে, ক্রিকেট বা ফুটবল খেলে, দেখে বা এর বিস্তারিত শুনে, মোবাইল বা কম্পিউটারে গেইমস খেলে, নাইট প্যাকেজের মাধ্যমে পরনারীর সাথে ফোনে কথা বলে এবং সোস্যাল মিডিয়া অযথা ও গুনাহে ভরা ব্যবহার করে সময়ের এই নেয়ামতকে নষ্ট করে দেয় এবং যেন দুনিয়া ও আখিরাতে দুঃখ ও লজ্জার উপায় বানায়, অথচ যদি এই সময়কে নামায, রোযা, যিকির ও দরুদ, তিলাওয়াত, হামদ ও নাত, পিতা মাতার সেবা শ্রদ্ধা, নেকীর দাওয়াত, কবর ও আখিরাতের বিষয়ে প্রস্তুতি, সন্তানের শিক্ষাদান এবং জ্ঞানার্জনের মতো নেক কাজে অতিবাহিত করত তবে নিঃসন্দেহে দুনিয়া ও আখিরাতে এর বরকত অর্জিত হতো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! সময় আল্লাহ তায়ালার এক আজিমুশান নেয়ামত, কিয়ামতের দিন যেভাবে বান্দার নিকট বিভিন্ন নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, ঠিক তেমনি সময়ের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা

হবে এবং এটা জিজ্ঞাসা করা হবে যে, জীবন কোন কাজে ব্যয় করেছো, যেমনটি ৩০তম পারা, সূরা তাকাসুর এর ৮ নং আয়াতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালার মহান ইরশাদ হচ্ছে:

ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾

(পারা ৩০, সূরা তাকাসুর, আয়াত ৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর নিশ্চয় নিশ্চয় সেদিন তোমাদেরকে নিয়ামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুফতী মুহাম্মদ নাজিমুদ্দিন মুরাদাবাদী **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** এই পবিত্র আয়াতের পাদটিকায় বলেন: (সেই নেয়ামত) যা আল্লাহ তায়ালার তোমাকে দান করেছেন (যেমন) সুস্বাস্থ্য, অবকাশ, নিরাপত্তা, আরাম ও সম্পদ ইত্যাদি, যা দ্বারা দুনিয়ায় স্বাদ গ্রহন করতে। জিজ্ঞাসা করা হবে: এই নেয়ামতগুলো কোন কাজে ব্যয় করেছো, এর কিরূপ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছো? এবং অকৃতজ্ঞতার জন্য আযাব দেয়া হবে।

তাজেদারে রিসালাত, মাহবুবে রাক্বুল ইয্যত **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত কদম উঠাতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না: (১) জীবন কোন কাজে ব্যয় করেছো? (২) যৌবন কিভাবে অতিবাহিত করেছো? (৩) সম্পদ কোথা হতে অর্জন করেছো? (৪) কোথায় খরচ করেছো? এবং (৫) নিজের জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছো? (তিরমিযী, কিতাবুল সিক্ষতুল কিয়ামাহ..., বাবু ফিল কিয়ামাতি, ৪/১৮৮, হাদীস নং-২৪২৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! “সময়” শব্দটিতে সাধারণত তিনটি অক্ষর রয়েছে, কিন্তু বাস্তবতা হলো এটি অনেক বড় মূল্যবান জিনিষ, সময়কে না কেউ কিনতে পারে এবং না একে সংরক্ষণ করতে পারে, এটি এমন এক মুসাফির যা বিরতিহীনভাবে নিজের পথচলা অব্যাহত রেখেছে, যা কোথাও বিরতি গ্রহন করে না এবং সকল মানুষ থেকে বেপরওয়া হয়ে নিজের অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে বলিষ্ট পদক্ষেপে প্রবাহমান থাকে, সম্প্রদায়ের উন্নতি এবং অবনতিতে সময়ের অবদান অনেক গুরুত্ব বহন করে, যে সম্প্রদায় সময়ের মূল্য দিয়েছে এবং সকাল সন্ধ্যাকে সময়ের অনুসারী বানিয়ে

নেয় তবে উন্নতি স্বয়ং অগ্রগামী হয়ে তাদের স্বাগতম জানায়, এর বিপরীত যে সম্প্রদায় সময়কে গুরুত্বহীন মনে করে অযথা অতিবাহিত করে দেয় তবে এরূপ সম্প্রদায় গোলামীর জীবন অতিবাহিত করে, সময়কে নষ্ট করা তাদেরকে অপমান ও অপদস্থতার অতল গহবরে এমনভাবে ঠেলে দেয় যে, তাদের নাম গন্ধও আর থাকে না, সময়ের বিষয়ে যদি আমরা নিজের জীবন এবং আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দাদের জীবনী সমূহের সাথে তুলনা করি তবে আমাদের এবং তাঁদের মাঝে জীবনের স্পষ্ট পার্থক্য দেখে সম্ভবত আমরা আফসোস ও লজ্জার সাগরে ডুবে যাবো, কেননা এই মহান ব্যক্তিত্বরা টাইম পাস (Time pass) করায় অভ্যস্ত ছিলো না, বরং তাঁদের মন ও মননে সময়ের গুরুত্ব পরিপূর্ণভাবে ভরা ছিলো, মৃত্যুর সময়ে মানুষের উপর যা ঘটে, তা মৃত্যু পথযাত্রীই জানে কিন্তু আল্লাহওয়ালারা সেই অন্তিম মুহুর্তেও সময়ের গুরুত্ব থেকে উদাসীন হন না, বরং তাঁরা শেষ মুহুর্তেও নেকীতে অতিবাহিত করতে চায়। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি ঈমানোদ্দীপক কাহিনী শ্রবণ করি এবং সময়ের গুরুত্ব ও মূল্যকে অনুধাবন করার চেষ্টা করি, আল্লাহ তায়ালার তাঁদের সদকায় আমাদেরও সময়ের গুরুত্বদানকারী বানান।

এখনই সময়

হযরত সাযিয়দুনা আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন যিয়াদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: হযরত সাযিয়দুনা আবু বকর আত্তার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে এরূপ বলতে শুনেছি: যখন হযরত সাযিয়দুনা আবু কাসিম জুনাইদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ইস্তিকালের সময় হলো তখন আমি এবং আমার কয়েকজন বন্ধু সেখানে উপস্থিত ছিলাম, আমরা দেখলাম যে, ইস্তিকালের কিছুক্ষণ পূর্বে দুর্বলতার কারণে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বসে নামায পড়ছিলেন, তাঁর দুটি পা ফুঁলে গিয়েছিলো। যখন রুকু ও সিজদা করতো তখন একটি পা মুড়িয়ে নিতেন, যার কারণে অনেক কষ্ট ও পেরেশানী ভোগ করতেন। বন্ধুরা এই অবস্থা দেখে বললো: হে আবুল কাসিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ! এটি কি? আপনার পা ফুঁলে আছে কেন? বললেন: اللَّهُمَّ এটি তো নেয়ামত। হযরত সাযিয়দুনা আবু মুহাম্মদ হারীরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: হে আবু কাসিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ! যদি আপনি শুয়ে পড়েন তবে কি সমস্যা? বললেন: এখনই সময়, যাতে কিছু নেকী অর্জন করে নিই,

এরপর কি আর সুযোগ হবে। অতঃপর اللهُ أَكْبَرُ বললেন এবং তাঁর রূহ এই নশ্বর পৃথিবী থেকে উর্ধ্বকাশের দিকে উড়ে গেল। এটাও বর্ণিত রয়েছে যে, যখন তাঁকে বলা হলো: হুয়ুর! নিজের প্রতি কিছুটা সদয় হোন, তখন বললেন: এখনই আমার আমলনামা বন্ধ করা হবে, এইসময় নেক আমলের প্রতি কে আমার চেয়ে বেশী অভাবগ্রস্থ হতে পারে। (উয়ুনুল হিকায়াত, ২৫০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! বুদ্ধিমানেরা না নিজের সময় নষ্ট করে এবং না অপরের সময়কেও নষ্ট করে বরং সে তো নিজের সময়ের মূল্য দেয়, নিজের কাজেই ব্যস্ত থাকে, সময়কে ভাল ভাল কাজে ব্যয় করে এবং অপরকে এর উৎসাহ দেয়, টাইম পাস (Time pass) কারীদের সংশোধন করে এবং অযথা কথা বলে ফেললে ফিকরে মদীনার মাধ্যমে নিজের কর্মের হিসাবও করে। এটিই সেই মাদানী চিন্তাধারা যে, যার স্পষ্ট প্রভাব আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনদের رَحْمَةُ اللهِ السَّيِّئِينَ চরিত্রে উল্লেখযোগ্য ভাবে দেখা যায়। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে দু'টি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি এবং শিক্ষণীয় মাদানী ফুল সংগ্রহ করি।

(১) টাইম পাসকারীর সংশোধন

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব “ইহইয়াউল উলুম” ২য় খন্ডের ৮২৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সাযিয়দুনা আবু আলী ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মসজিদে হারামে একা উপবিষ্ট ছিলেন, সময় এক বন্ধু তাঁর নিকট আসলে তিনি তাকে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বললেন: হে আবু আলী! আমি আপনাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য এসেছি। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: আল্লাহ তায়ালা শপথ! এটা তো ভীতি প্রদর্শনমূলক কাজ! তুমি কি এটাই চাও যে, তুমি আমার জন্য নিজের ভাষাকে সুন্দর করবে, আমি তোমার জন্য নিজের ভাষাকে মার্জিত করবো, তুমি আমার জন্য মিথ্যা বলবে এবং আমি তোমার জন্যে মিথ্যা বলি? (সুতরাং উত্তম এতেই যে) হয়তো তুমি আমার নিকট থেকে চলে যাও নতুবা আমিই তোমার নিকট থেকে চলে যাই।

(ইহইয়াউল উলুম, ২/২৮৭)

(২) অযথা প্রশ্নের কাফফারা স্বরূপ এক বৎসর রোযা রাখলেন

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব “মিনহাজুল আবেদীন” এর ১৭৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা হাসসান বিন সীনান তাবেঈ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এক বালাখানার (সুউচ্চ ঘর) পাশ দিয়ে গমন করছিলেন, তখন এর মালিক থেকে জিজ্ঞাসা করলেন: এই বালাখানা কতদিন হলো বানিয়েছো? এই প্রশ্নটি করে তিনি মনে মনে খুবই অনুশোচিত হলেন এবং নিজের নফসকে উদ্দেশ্য করে এভাবে বললেন: হে অহঙ্কারী নফস! তুমি অযথা এবং উদ্দেশ্যহীন প্রশ্ন করে মূল্যবান সময় কেন নষ্ট করো। অতঃপর এই অযথা প্রশ্নের কাফফারা স্বরূপ তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এক বছর যাবৎ রোযা রাখেন।

(মিনহাজুল আবেদীন, আল বাবুস সালিস, আল ফসলুস সালিস, ৬৫ পৃষ্ঠা)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এবং সময়ের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা দেখলেন তো যে, আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনরা সময়কে কিরূপ সতর্কতার সাথে অতিবাহিত করতেন, যদি তাঁদের কোন বন্ধু শুধুমাত্র এই জন্যই আসতো যে, একটু মনোরঞ্জন হবে এবং কিছুক্ষন টাইম পাসও হয়ে যাবে তবে এই ব্যক্তির তাকে সময়ের গুরুত্বের মাদানী ফুল প্রদান করেন এবং সময় নষ্ট করার ক্ষতিসমূহ জানিয়ে তার সংশোধন করতেন। আজকের এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ ও পূর্ববর্তী বুয়ুর্গানে কিরামের স্মরণকে সতেজকারী সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যার প্রতিটি কর্ম আমাদের জন্য অনুস্বরনীয়, কেননা তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ তাঁর সময়কে একটি উত্তম পদ্ধতিতে বন্টন করে নিয়েছেন, তাই নামায, অযীফা, বয়ান, মাদানী মুযাকারা, অধ্যয়ন, ধারাবাহিক রোযা রাখা, অধিকহারে নফল আদায়, মাদানী মাশওয়ারা, সাহারী ও ইফতার, মুরীদ, তালিব ও ভালবাসা পোষণকারী এবং ওলামা ও জনসাধারণের সাথে সাক্ষাৎ, চিঠি পত্রের উত্তর প্রদান, রোগীদের শশ্রুশা, মৃতের আত্মীয় স্বজনদের সমবেদনা জ্ঞাপন করা, মাদানী কাজের উন্নতির জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারদের উৎসাহমূলক মাদানী ফুল প্রদান, নিজ পরিবারের প্রয়োজনীয়তা, নিজের সন্তানদের মাদানী প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নাতি নাতনীদের মাদানী প্রশিক্ষণ প্রদান, লেখনীর কাজ, বিশ্রাম এবং দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য

বিষয়াদিকে তিনি বিভিন্ন সময়ে বন্টন করে দৃঢ়তার সহিত এর উপর আমর করা সময়ের গুরুত্ব প্রদানের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। তাঁর দ্বীনি ও সাংগঠনিক সফলতার উত্তম উদাহরণ হলো দুনিয়া জুড়ে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর বার্তা, প্রায় ১০৭ টি বিভাগ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি “কুফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, গীবত কি তাবাকারীয়া, নেকীর দাওয়াত, ওয়াসায়িলে বখশীশ, বারটি রিসালার সমষ্টি নামাযের আহকাম, ফয়যানে সুন্নাত, পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর” এবং ফিকহী মাসআলা, কবর ও আখিরাত, চিকিৎসা সম্বন্ধীয় এবং আরো অসংখ্য বিষয়ে উপর অসংখ্য বয়ান এবং মাদানী মুযাকারা আর হাজারো পৃষ্ঠা সম্বলিত লিখিত বিষয়বস্তু রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তিনি اَمَّتْ بِرِكَاتِهِمُ الْعَالِيَةِ মুসলমানদের মননে সময়ের গুরুত্বের অনুধাবন সৃষ্টির জন্য এবং তাদের মনে বুয়ুর্গদের মাদানী চেতনাকে স্থাপনের জন্য কোরআনী আয়াত, হাদীসে মুবারাকা। বুয়ুর্গদের বাণীসমূহ এবং উপদেশমূলক মাদানী ফুল সমৃদ্ধ “অমূল্য রত্ন” নামে একটি রিসালাও রচনা করেছেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অনুবাদ মজলিশের পক্ষ থেকে এই রিসালাটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে, তন্মধ্যে বাংলা, আরবী, ইংরেজী, গুজরাটি এবং সিন্ধি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আজই মাকতাবাতুল মদীনা থেকে এই রিসালাটি মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিন, নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও উপহার স্বরূপ পেশ করুন। দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

আল্লাহ তায়ালার দয়ায় আমীরে আহলে সুন্নাত اَمَّتْ بِرِكَاتِهِمُ الْعَالِيَةِ সময়ের গুরুত্ব দিয়েছেন এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর সেই মহান গ্রহনযোগ্যতা অর্জিত হয়েছে যে, দুনিয়া জুড়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর গুণগানের সাড়া পড়ে গিয়েছে, এই সংগঠনের দ্বীনি কাজের প্রশংসা ও উৎসাহ প্রদান করে শুধু জনসাধারণ নয় বরং ওলামায়ে কিরামরাও এর দ্বীনি কাজের প্রশংসা করছেন এবং নিজেদের দোয়া দ্বারা ধন্য করছেন। আহ! আমীরে আহলে সুন্নাত اَمَّتْ بِرِكَاتِهِمُ الْعَالِيَةِ এর সদকায় যেনো আমাদেরও দ্বীনের খেদমত করার প্রেরণা নসীব হয়ে যায় এবং আমরাও যেহী হালকার ১২টি মাদানী কাজে অংশগ্রহন করে দ্বীরে মত্বীনের খেদমতে যেনো সফল হয়ে যাই।

৮টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ “মাদানী ইনআমাত”

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** আমীরে আহলে সুন্নাতে **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর প্রদত্ত ৬৩টি মাদানী ইনআমাত নেককার হওয়া এবং নিজের আমলের পরিসংখ্যানের জন্য উত্তম উপায়। সুতরাং সময় নির্দিষ্ট করে প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করণ (অর্থাৎ মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী আজ কতটুকু আমল হয়েছে) রিসালায় প্রদত্ত ছক পূরণ করে প্রতি মাদানী মাসের প্রথম তারিখে আপনার যিম্মাদার ইসলামী বোনকে জমা করিয়ে দিন, তাছাড়া মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত “জান্নাত কে তলবগারৌ কে লিয়ে মাদানী গুলদস্তা” কিতাবটির মাধ্যমে ইসলামী বোনদেরও “মাদানী ইনআমাত” এর উপর আমল করার উৎসাহ প্রদান করণ। প্রত্যেক ইসলামী বোন ইনফিরাদী কৌশিশ করার “মাদানী ইনআম” এর উপর আমল করে প্রতি মাসে মাদানী ইনআমাতের কমপক্ষে ২৬টি রিসালা বন্টন করে পরের মাসে সংগ্রহও করার চেষ্টা করণ। লক্ষ্য প্রতি যেলাই হালকায় কমপক্ষে ১২টি রিসালা।

শুনাহ থেকে তাওবা নসীব হয়ে গেলো

বাবুল মদীনার (করাচী) এক ইসলামী বোন যার আমলী জীবন ভাল ছিলো না, বিশেষ করে নিয়মিত নামায পড়া থেকে বঞ্চিত ছিলো, ফ্যাশন পূজা এবং গান বাজনা শুন্যর আপদে লিপ্ত ছিলো, তার ফুফাত ভাই (যে দা’ওয়াতে ইসলামীর সুবাশিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো) ইনফিরাদী কৌশিশ করে তার বড় ভাইকেও দা’ওয়াতে ইসলামীর সাণ্ডাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহনের শুধু দাওয়াত দেয়নি বরং নিজের সাথে নিয়ে যেতে লাগলো। ভাইজান সুন্নাতে ভরা ইজতিমা থেকে ফিরার পর ইজতিমার বিবরণ শুনাতে, যেখানে সায়্যিদী আলা হযরত **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** এর আলোচনাও শুনতে পেতাম, যার কারণে সেই ইসলামী বোনের দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশকে আপন মনে হতে লাগলো। সেই আপন মনে হওয়ার চেতনা তাকে প্রথমবার ১৯৮৫ সালের বাৎসরিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বিশেষ পর্বে অংশগ্রহন করতে উদ্ধুদ্ধ করলো। সুতরাং সেও ইসলামী বোনদের সাথে ইজতিমায় অংশগ্রহন করলো, যেখানে সে পর্দার আড়াল থেকে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় হওয়া বয়ান শুনলো এবং ভাব গাণ্ডির্যপূর্ণ দোয়া করলো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** এই

ইজতিমার বরকতে তার গুনাহ থেকে তাওবা করার সৌভাগ্য নসীব হলো, আখিরাতের ভাবনা অর্জিত হলো। যাতে স্থায়ীত্ব পেতে সে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করা শুরু করে দিলো। মাদানী ইনআমাতের বরকতে **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** তার চল মদীনারও সৌভাগ্য নসীব হলো। (ইসলামী বোনদের নামায, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

“যদি আপনাদেরও দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে মাধ্যমে কোন মাদানী বাহার বা বরকত অর্জিত হয় তবে বয়ানে শেষে মাদানী বাহারের স্টলে লিখিতভাবে জমা করিয়ে দিন।”

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

সময় নষ্ট করার কতিপয় কাজ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের সকলেরই উচিত যে, নিজের জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলো অহেতুক কাজে নষ্ট না করে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা মূলক কাজ করা। কিন্তু আফসোস যে, আমরা আমাদের সময়কে নষ্ট করে তাতে লজ্জিত ও অনুশোচনা করার পরিবর্তে গর্ববোধ করে থাকি। তা কোন কোন অহেতুক কাজ, যাতে লিগু হয়ে আমরা নিজেরদের মূল্যবান মুহূর্তগুলো নষ্ট করছি, অতঃপর আমাদের নিষ্ফলতার সম্মুখিন হতে হচ্ছে। আসুন! তা থেকে কতিপয় কাজ সম্পর্কে আরো শ্রবণ করি।

(১) ইন্টারনেট (Internet)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সময় নষ্ট করার মাধ্যম গুলোর মধ্যে একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে ইন্টারনেট, মনে রাখবেন! ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহার যেমনিভাবে অসংখ্য উপকার অর্জনের মাধ্যম, তেমনিভাবে এর ভুল এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের কারণে অগনিত ক্ষতির সম্মুখিনও হতে হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো সময় নষ্ট হওয়া। অনেকে ইন্টারনেট, ফেইসবুক (Facebook) এবং ওয়াটস আপ (Whatsapp) ব্যবহারে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, এক মুহূর্তের জন্যও মোবাইল ফোন হাত ছাড়া করে না এবং মুহূর্তে মুহূর্তে নিজের ঘুমা, জাগা, শপিং করা, ভাল খাবার দাবার এবং অন্যান্য বিষয়াদি তার বন্ধুদের মাঝে শেয়ার (Share) করে থাকে, নির্লজ্জতা ও অশ্লিলতার সীমাতিক্রম করে পর্দাহীন নারীরাও পেছনে থাকার পক্ষে

নেই, তারাও নিজেদের অযথা ছবি (Picture) প্রকাশ করাকে গর্ব মনে করে থাকে। আমাদের নতুন প্রজন্ম (New Genretion) ইন্টারনেটের খারাপ ব্যবহারে এতই লিপ্ত হয়ে গেছে যে, তারা ঘন্টার পর ঘন্টা এতে নষ্ট করে দেয়। যদি কোনদিন ব্যবহার করতে না পারে তবে অশ্চর্যজনক চঞ্চলতা অনুভব করে এবং টাইম পাস হয় না। একটু ভাবুন তো! কোনদিন কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করতে না পারার কারণে এরূপ চঞ্চলতা ও উদাসীনতা হয়েছিলো? এমনিভাবে যদি ইশরাক ও চাশত বা তাহাজ্জুদের নফল আদায় না হওয়ার কারণে এরূপ চঞ্চলতা হয়েছিলো? আহ! যদি আমাদের কোনআনের তিলাওয়াতের ইচ্ছা ও আত্মহ নসীব হয়ে যেতো! আহ! যদি আমাদের অধিকহারে ইবাদত করার তৌফিক নসীব হয়ে যেতো!

হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত যে, নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আমার উম্মতের মধ্যে উত্তম লোক হলো, কোরআনের ধারক এবং রাত জেগে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতকারীরাই।” (আত তারগীব ওয়াত তারহিব, কিতাবুন নাওয়াক্বিল, ১/২৯৩, নম্বর-২৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(২) মোবাইল ফোন

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেকোন ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অসংখ্য দ্বীনি এবং দুনিয়াবী উপকারীতা অর্জিত হতে পারে, তেমনি মোবাইল ফোনের প্রয়োজনীয় ব্যবহারও আমাদের ব্যবসায়ী কর্মকাণ্ড, আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখা, বন্ধু বান্ধবের সাথে সাক্ষাত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে আমাদের সহায়ক। কিন্তু আমরা একে সময় নষ্ট করার সম্ভবত একটি যন্ত্র মনে করে রেখেছি, বিশেষকরে যুবক ছেলে এবং যুবতী মেয়েরা একে খারাপ এবং অযথা ব্যবহার করে পুরো পুরো দিন ভিডিও গেইম খেলা আর অযথা sms পাঠাতে থাকে, যাতে অহেতুক ঠাট্টা, প্রেম কাব্য, চরিত্র নষ্টকারী এবং অনেক সময়তো শরিয়ত বিরোধী বাক্যও হয়ে থাকে, যার কারণে কুফরের হুকুম আবশ্যিক হয়ে পড়ে। আরো যে, sms পড়ে مَعَادَةَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ খুশি প্রকাশ করে অন্যকেও পাঠিয়ে (Forward) থাকে। মনে রাখবেন! এরূপ পুরো দিন মোবাইল ফোনের ব্যবহারের ফলে দৃষ্টি শক্তি দুর্বল হওয়া,

লেখাপড়ার ক্ষতি, চিন্তাভাবনার ক্ষমতা হ্রাস, টাকা ও জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলো নষ্ট হওয়ারও কারণ হয়। যদি আমাদের নিকট মোবাইল ফোন থাকে তবে আমাদের নিজের টাকা এবং মূল্যবান সময় বাঁচিয়ে এর সঠিক ব্যবহার করা উচিত, মোবাইল ফোনে গান শুনার পরিবর্তে মাকতাবাতুল মদীনার শাখা থেকে নাত, তিলাওয়াত এবং আমীরে আহলে সুন্নাত, নিগরানে শুরা ও অন্যান্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগের সুন্নাতে ভরা বয়ান, ফরয জ্ঞানের কোর্স, ইলমে দ্বীনে ভরপুর বিভিন্ন মূল্যবান মাদানী ফুলের সুগন্ধিতে সুরভিত মাদানী মুযাকারার মেমোরী কার্ড মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করুন এবং মনযোগ মহকারে শ্রবণ করুন, জি হ্যাঁ! জ্ঞানার্জনের আকাজক্ষীদের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর আইটি মজলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন এ্যপ্লিকেশনস ও (Applications) প্রবর্তন করা হয়েছে, যেমন “মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী, আলহাজ্ব ওবাইদ রযা আত্তারী, হাজী মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী, আওকাতুস সালাত (Prayer time), আল কোরআনিল করীম, রুহানী ইলাজ, মাদানী ইনআমাত, মাদানী চ্যানেল, মাদানী খাকা, দরুল ইফতা আহলে সুন্নাত”, হজ্ব ও ওমরা, যেহেনী আযমাইশ (কুইজ এ্যপ্লিকেশনস), “কালেমা এন্ড দোয়া”, “কাফন ও দাফন”, “কালামে আলা হযরত” ইত্যাদি, এ্যপ্লিকেশনস (Applications) এর মাধ্যমেও জ্ঞানের অশেষ ভান্ডার অর্জিত হবে। إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

(৩) খেলাধুলায় সময় নষ্ট করা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সময় নষ্টকারী কাজ গুলোর মধ্যে একটি কাজ হলো খেলাধুলার মন্দ অভ্যাস, বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলা ও শরীরিক কসরত আমাদের যুব সমাজের ক্ষমতা ও উপযুক্ততাকে উইঁপোকাকার ন্যায় খেয়ে যাচ্ছে। আজ যেকোনো তাকাই না কেন, খেলাধুলার অনুরাগীই দেখা যায় এবং এই আগ্রহে দক্ষতা অর্জন করে প্রসিদ্ধি লাভেরও স্বপ্ন দেখে, কেউ ক্রিকেটে আবার কেউবা ফুটবলে নাম কামাতে চায়, কেউ হকি, টেবিল টেনিসের প্রসিদ্ধ খেলোয়ার হওয়ার সোনালী স্বপ্ন দেখে, কেউবা শ্লোকার, কেরাম বোর্ডে নিজেকে চ্যম্পিয়ান মনে করে, কেউবা ঘুড়ি উড়ানো, জুয়া, তাস এবং আরো না জানি কেমন কেমন আজব আজব খেলার সৌখিন দেখা যায়। ক্রিকেটের অনেক আগ্রহীকে এমনও দেখা যায় যে, পুরো পুরো

রাত ক্রিকেট খেলে, চিৎকার চেচামেচি করে এবং মুসলমানের বিশ্রামে বাঁধার সৃষ্টি করে আর ফযরের নামায না পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে, আর সারা দিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এরূপ খেলা থেকে দূরে রাখুন, যা তাঁর এবং তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ এর অসন্তুষ্টি বা সময় নষ্ট হওয়ার কারণ হয়, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর ইবাদত ও কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করার শখ দান করুন। **أَمِينَ**

(৪) বাউডুলেপনা এবং খারাপ সঙ্গ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যারা সময়ের মূল্য সম্পর্কে জানে, তারা সময়কে নষ্ট করার পরিবর্তে নিজের প্রত্যেকটি কাজ সঠিক সময়ে করার প্রতি অভ্যস্ত হয়, তাঁদেরকে সমাজে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং যারা অলসতার কারণে নিজের কাজকেই দেরীতে করে থাকে, তারা কোন উল্লেখযোগ্য মর্যাদা অর্জন করতে পারে না এবং নিজের সময়কে আলাদাভাবে নষ্ট করে দেয়। অনেকের কাজে তো এমন মনে হয় যে, যেন তাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্যও নাই, বন্ধুদের সাথে অলিতে-গলিতে, মহল্লায়-বাজারে বাউডুলেপনা করা, প্রতিদিন নিজের সময় ও টাকা খরচ করে বিনোদনের স্পটে যাওয়া এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়া, গলির কোণে, চায়ের দোকানে ঘন্টার পর ঘন্টা অযথা গল্পগুজব করা, পুরো পুরো দিন সিনেমা দেখা, কানে হেড ফোন লাগিয়ে দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে গান শুনা ইত্যাদি কাজ করে তো মনে হয় যে, আমরা আমাদের জীবনের লক্ষ্যকেই একেবারে ভুলে গেছি বা আমরা জানিও না যে, আমাদের জন্মের উদ্দেশ্য কি। মনে রাখবেন! আমাদের এই জীবন একারণে দেয়া হয়নি যে, আমরা একে দুনিয়ার রঙ তামাশা ও আনন্দ বিহ্বলতায় অতিবাহিত করবো, বরং আমাদের আল্লাহ তায়ালায় ইবাদত এবং তাঁর আহকামের ইপর আমল করা ও তাঁর অবাধ্যতা মূলক কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্যই দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। এই সুযোগও নিশ্বাস অব্যাহত থাকা পর্যন্তই আমরা পাবো। আল্লাগ তায়ালা আমাদেরকে নিজের জীবনের এই মূল উদ্দেশ্যকে বুঝার তৌফিক দান করুন। **أَمِينَ**

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে এই জীবন কয়েকদিনের, যদি আমরা একে উদ্দেশ্যহীন কাজে নষ্ট করে দেয়ার পরিবর্তে প্রতিটি কাজকে তার নির্দিষ্ট সময়ে করি, গুনাহ থেকে বিরত থেকে নেকীর মাঝে অতিবাহিত করি, তবে আমাদের দুনিয়াও ভাল ও আখিরাতেও উত্তম হয়ে যাবে। আমাদের পূর্ববর্তী বুয়ুর্গরা সময়ের বড়ই গুরুত্বদানকারী ছিলেন, তাইতো আজ পর্যন্ত তাঁদের আলোচনা সাধারণ ও বিশেষ সবার মুখেই চলে আসছে, যেমন সাহাবায়ে কিরাম, পবিত্র আহলে বাইত, তাবেরঈন, তাবে তাবেরঈন رَضَوَانُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ, আউলিয়াগণ, মুহাদ্দিসগণ, মুফাসসীরগণ, ফকীহগণ এবং সূফীগণ ইত্যাদি সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যাদের আলোচনা করা আমরা আমাদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ মনে করি এবং তাঁদের নাম আসতেই মুখে অনায়াসেই رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ এবং رَحْمَةُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ চলে আসে, কেন? এই জন্যই যে, তাঁরা সময়ের গুরুত্ব ও মূল্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। আসুন! সময়ের গুণগ্রাহী কয়েকজনের বাণী শ্রবণ করে উপদেশের মাদানী ফুল সংগ্রহ করি।

সময়ের গুণগ্রাহীদের বাণীসমূহ

১. আমীরুল মুমিনিন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা كَوْمَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ وَجْهَهُ الْكَرِيمِ বলেন: “এই দিনগুলো তোমার জীবনের পৃষ্ঠা স্বরূপ, একে উত্তম আমল দ্বারা অলঙ্কৃত করো।”
২. প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ বলেন: “আমি নিজের জীবনের অতিবাহিত হওয়া সেই দিনগুলোর সমান কোন কিছুতেই এতো লজ্জিত নই, যে দিনগুলো আমার নেক আমলে বৃদ্ধি করা থেকে বঞ্চিত ছিলো।”
৩. কোটি কোটি শাফেয়ীদের মহান পথনির্দেশক হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ বলেন: “আমি একটি সময় পর্যন্ত আল্লাহ ওয়ালাদের সহচর্যে ফয়য অর্জন করছিলাম, তাঁদের সহচর্যে আমি দু’টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখেছি। (১) সময় হচ্ছে তলোয়ারের ন্যায়, তুমি একে (নেক আমলের মাধ্যমে) কাটো, নতুবা (অহেতুকতায় লিপ্ত করে) এটি তোমাকে কেটে দেবে। (২) নিজের নফসের

হিফায়ত করো, যদি তুমি একে ভাল কাজে ব্যস্ত না রাখো, তবে এটি তোমাকে কোন খারাপ কাজে ব্যস্ত করে দেবে।”

৪. প্রসিদ্ধ কোরআনের মুফাসসীর ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “আল্লাহর শপথ! খাবার খাওয়ার সময় জ্ঞান চর্চা (লিখনী বা অধ্যয়ন) করা থেকে বঞ্চিত হওয়াতে আমার খুবই আফসোস হয়, কেননা সময় খুবই মূল্যবান সম্পদ।” (অমূল্য রত্ন, ১৬-১৭ পৃষ্ঠা)

৫. হযরত সাযিদুনা ইমাম আবু যাকারিয়া ইহইয়া বিন শরফ নাওয়াবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কখনো নিজের সময় নষ্ট করতেন না, না দিনে, না রাতে এমনকি পথ চলতেও কোন না কোন কিতাব অধ্যয়ন বা পুনরাবৃত্তি অব্যাহত রাখতেন। এমনভাবে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কয়েক বছর জ্ঞানার্জনে অতিবাহিত হয়। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সময়কে পরিবন্টন করে রেখেছিলেন। পুরো সময়ই কল্যাণের (নেক) কাজে ব্যয় হতো, লিখন ও সংকলন, পাঠদান, নফল, তিলাওয়াতে কোরআন, আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা, নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার কাজে তাঁর সময় নির্দিষ্ট ছিলো। (ফয়যানে রিয়াযুস সালাহীন, ১৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

সময়ের গুরুত্ব দেয়ার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এতক্ষণ আমরা সময় নষ্টকারী কাজ এবং সময়ের গুরুত্ব প্রদানকারীদের বাণী শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। যা শুনে সময়ের গুরুত্ব প্রদানের উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে হয়তো। এই উৎসাহকে আরো বৃদ্ধি করতে কয়েকটি এমন পদ্ধতি শ্রবণ করি, যার উপর আমলের বদৌলতে আমাদের দৃঢ়তা নসীব হতে পারে। যেমনটি

সময়ের সঠিক ব্যবহার করার ১৪টি পদ্ধতি

(১) মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন এবং প্রয়োজনে সাধারণ এবং সস্তা মোবাইল ব্যবহার করুন। (২) যথাসম্ভব লিখে কথা বলার অভ্যাস গড়ুন, নতুবা অল্প শব্দে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করুন।

(৩) সময়ের গুরুত্বের চেতনা বাড়ানোর জন্য নিজেকে অধিক পরিমাণ নেকীর কাজে ব্যস্ত রাখুন এবং পুরো দিনের একটি রুটিন (Schedule) বানিয়ে নিন, যাতে অহেতুক এবং সময় নষ্টকারী কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। (৪) ভোরে তাড়াতাড়ি উঠে সম্ভব হলে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করুন। (৫) ঘরের এবং বাইরের লোকদের সাদায়ে মদীনার মাধ্যমে ফযরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দিন। (৬) ফযরের নামাযের পর মাদানী হালকায় অংশগ্রহন করে কোরআনে করীমের তিন আয়াত তিলাওয়াত, অনুবাদ ও তাফসীর সহ শুনে এর বরকত অর্জন করুন। (৭) ইশরাক ও চাশতের নফলও আদায় করুন। (৮) নাশতা করার পর দিনের ব্যস্ততায় যেমন; জামেয়াতুল মদীনা ইত্যাদিতে জ্ঞানার্জন করুন, বা নিজের পরিবার পরিজনদের ভরন পোষনের জন্য হালাল রিযিক উপার্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ুন। (৯) এর মাঝে যোহর ও আসরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করুন। (১০) মাগরীবের নামায জামাআত সহকারে আদায় করার পর দরস ও বয়ানে অংশগ্রহন করুন, এরপর আওয়াবীনের নফলও আদায় করুন অতঃপর ইশার নামাযের পর প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় সঠিক উচ্চারণ সহকারে কোরআনে পাক শিখুন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সেরে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস গড়ুন, অকারণে বেশী রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে ফযরের নামাযের জন্য উঠতে অলসতা হবে। (১১) এই রুটিন ছাড়াও পুরোদিন অযথা কথাবার্তা থেকে বাঁচার জন্য মুখের কুফলে মদীনা লাগান। (১২) অবসর মুহর্তগুলোতে অধিকহারে যিকির ও দরুদ শরীফ পাঠ করুন, (১৩) সিনেমা নাটক এবং গুনাহেপূর্ণ বিভিন্ন চ্যানেল দেখার পরিবর্তে ১০০% ইসলামী চ্যানেল, মাদানী চ্যানেল দেখুন এবং পরিবার পরিজনদেরও এর উৎসাহ দিন, জি হ্যাঁ! মাদানী চ্যানেলই একমাত্র চ্যানেল, যা আপনি যুবক ছেলে মেয়েদের সাথে একত্রে বসে দেখতে পারবেন, (১৪) ছুটির দিনে খেলাধুলায় সময় নষ্ট করার পরিবর্তে আহ! যদি উম্মতে মুসলিমার নিকট নেকীর দাওয়াত পৌঁছানোর নিয়তে “মাদানী দাওয়াত”য় অংশগ্রহনের সৌভাগ্য হয়ে যায়! যদি এভাবে আমরা রুটিন বানিয়ে এই অনুযায়ী আমল তবে **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** আমাদের সময় অযথা কাজে নষ্ট হওয়ার পরিবর্তে নেকীতে অতিবাহিত হবে।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের প্রিয় আকা, মদীনা ওয়ালা মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মুবারক সময়ের বন্টন প্রক্রিয়া কিরূপ ছিলো? সময়ের সঠিক ব্যবহার কিভাবে হবে? অল্প সময়ে বেশী পরিমাণ দ্বীনের খেদমত কিভাবে করা যায়? ইবাদত ও রিয়াযতকে নিজের রুটিনে কিভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়? রুটিনের গুরুত্ব ও উপকারীতা কি? রুটিনে কি ঘরে কাজকর্মও অন্তর্ভুক্ত হওয়া চাই? বুয়ুর্গানে দ্বীনদের মুবারক জীবনের রুটিন কিরূপ হতো, দা'ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারগণ নিজের রুটিন কিভাবে বানাবেন? রুটিন বানানোর কি কি নিয়ত হওয়া চাই, এ সকল বিষয় জানার জন্য “আকা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কা জাদওয়াল” রিসালাটি মাকতাবাতুল মদীনার স্টল থেকে উপযুক্ত মূল্যে কিনে অধ্যয়ন করুন, নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও উপহার দিন। দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net এ বিদ্যমান রয়েছে, এই রিসালাটি মাকতাবাতুল মদীনায় পাওয়ার পাশাপাশি দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও পড়া ও প্রিন্ট আউট করা যাবে। إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

মাদানী ইনআমাত মজলিশ

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী প্রায় ১০৭টি বিভাগে দ্বীনে মত্বীনের খেদমত করে যাচ্ছে, এই বিভাগগুলোর মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে “মজলিশ মাদানী ইনআমাত”। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর ইচ্ছা অনুযায়ী ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন এবং জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনার ছাত্র-ছাত্রীদের বাআমল (আমলকারী) বানানোর উদ্দেশ্যে মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের উৎসাহ প্রদানের জন্য “মজলিশ মাদানী ইনআমাত” প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ বলেন: আহ! অন্যান্য ফরয ও সুন্নাত আদায়ের পাশাপাশি সকল ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোন এই মাদানী ইনআমাতকেও নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে নেয় এবং দাওয়াতে ইসলামীর সকল যিম্মাদারগণও নিজ নিজ হালকায় এর (মাদানী ইনআমাতের রিসালা) প্রসার করে আর সকল মুসলমান নিজের কবর ও আখিরাতে

মঙ্গলের জন্য এই মাদানী ইনআমাতকে একনিষ্ঠতার সহিত গ্রহন করে আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতুল ফিরদাউসে মাদানী হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতিবেশী হওয়ার মহান নেয়ামত অর্জন করে নিন। আসুন! আমরাও নেক কাজে অগ্রগামী হয়ে অংশগ্রহন করি এবং মাদানী ইনআমাতের উপর শুধু আমরা নিজেরা নয় বরং অপর ইসলামী ভাইকেও এর উৎসাহ দিয়ে অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর রিসালা “১০১ মাদানী ফুল” থেকে সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “সকল সুরমার চাইতে উত্তম সুরমা হচ্ছে “ইসমাদ” কেননা এটা দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পালক গজায়।” (ইবনে মাজাহ, ৪/১১৫, হাদীস নং- ৩৪৯৭) * পাথুরী সুরমা ব্যবহার করাতে অসুবিধা নেই এবং কালো সুরমা কিংবা কাজল রূপচর্চার নিয়তে পুরুষের লাগানো মাকরুহ। আর যদি রূপচর্চা উদ্দেশ্যে না হয় তবে মাকরুহ নয়। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫/৩৫৯) * শয়ন করার সময় সুরমা লাগানো সুন্নাত। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬/১৮০) * সুরমা ব্যবহারের বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করছি: (১) কখনো উভয় চোখে তিন তিন শলাই (২) কখনো ডান চোখে তিন শলাই এবং বাম চোখে দুই শলাই, (৩) অথবা কখনো উভয় চোখে দুই বার করে অতঃপর সবশেষে এক শলাই সুরমা লাগিয়ে ওটাকেই পরপর উভয় চোখে লাগান। (শুয়াবুল ঈমান, ৫/২১৮-২১৯) * এরূপ করাতে إِنَّ شَاءَ اللهُ يَجِيءُ তিনটার উপরই আমল হয়ে যাবে। * সম্মানজনক যত কাজ রয়েছে সব কাজই আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ডান দিক শুরু করতেন তাই সর্বপ্রথম ডান চোখে সুরমা লাগাবেন এরপর বাম চোখে।